দেশ যেমন হোক তেমন যুবরা চায় যেমন

যুব সম্মেলন ২০২৩

১৪ অক্টোবর ২০২৩, ঢাকা

# নাগরিক প্ল্যাটফর্ম যুব জরিপ ফলাফলের সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০% যুব সমাজের (১৮-৩৫ বছর) অন্তর্গত। দেশের উন্নয়ন এজেন্ডার যুবদের মতামত তুলে ধরতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩ সময়কালে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। **এ জরিপে দেশের ৫০৭৫ জন যুব অংশগ্রহণ করে** তাদের মতামত তুলে ধরেন। জরিপে যুবদের ভোট ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নীতি যুক্ততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চাওয়া হয়েছে। জরিপে যুবরা তাদের দৃষ্টিতে উন্নয়নের সাফল্য, চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রাধিকার ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যুবদের দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে এ জরিপে। জরিপের সংক্ষিপ্ত কিছু ফলাফল নিচে তুলে ধরা হলো -

## ভোট ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

প্রায় ৮৯.৪% যুব জরিপ অংশগ্রহণকারী **ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত** আছেন। কিন্তু ৫৩.৮% যুব জরিপ অংশগ্রহণকারী জাতীয় নির্বাচনে কখনো ভোট দেয়নি। স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ৪৬%।

যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীদের মাঝে **রাজনীতি/ছাত্ররাজনীতিতে আগ্রহীদের** সংখ্যা মাত্র ১১.৬%, যেখানে অনাগ্রহীদের সংখ্যা তিনগুন বেশি (৩৫.২%) ।

## নীতি যুক্ততা

যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীদের মতে, সাধারণ যুবরা **সরকারের নীতি/জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতি** নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা না করে, সহকর্মী/বন্ধু এবং পরিবারের সাথে আলোচনা করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। বন্ধু/সহকর্মীর সাথে আলোচনা করার সংখ্যাটি ৫১.৮% এবং পরিবারের সাথে আলোচনার সংখ্যাটি ৩০.৫%। অপরদিকে, রাজনীতিতে যুক্ত যুবরা এধরনের আলোচনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে সবচেয়ে বেশি (৬৭.০%)।

যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৯.১% বলেছেন, **উন্নয়ন নীতি/রাজনীতি বিষয়ক খবরের/তথ্যের প্রধান উৎস** হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

**মতামত প্রকাশ করার জন্য** প্রায় ৬৭% যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীরা কখনো কোনো **রাজনৈতিক/নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ** করেনি। শহরের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ৭৩% এবং গ্রামের ক্ষেত্রে ৫৮.৬%।

যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩২.৫% এর মতে, দেশের নীতি/**উন্নয়ন আলোচনায় যুবদের কার্যকর অংশগ্রহণ** গত পাঁচ বছরে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৩.৬% এর মতে, দেশের নীতি/উন্নয়ন আলোচনায় যুবদের কার্যকর অংশগ্রহণ গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

## মত প্রকাশের স্বাধীনতা

যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৩.১%, তাদের **মতামত প্রকাশে দ্বিধা/ অস্বস্তি/ সংকোচের কথা বলেছেন। ৩৬.৪% এর মতে, মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তারা অতীতে হেনস্তা/হয়রানির স্বীকার হয়েছেন**।

## প্রতিনিধিত্ব

যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৪.১% মনে করেন **রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুবদের প্রায় সবসময় প্রতিনিধিত্ব** আছে। অপরদিকে, ৩২.৮% মনে করেন, **রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুবদের প্রতিনিধিত্ব একদম নগন্য। ১৯.৩% মনে করেন এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুবদের একদমই প্রতিনিধত্ব নেই**।

দেশ হোক তেমন যুবরা চায় যেমন
যুব সম্মেলন ২০২৩
১৪ অক্টোবর ২০২৩, ঢাকা

যুব জরিপ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৬.৪% এর মতে **রাজনীতিতে জড়িত যুবরা কার্যত সাধারণ যুবদের প্রায় সবসময় প্রতিনিধিত্ব** করেন, অন্যদিকে ৩০% মনে করেন একদমই করেন না। ২৪.২% মনে করেন করলেও তা খুবই কম।

৩৭.৩% যুব জরিপ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, স্ব-স্ব এলাকায়/জাতীয় নীতিনির্ধারণে **রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাধারণ যুবদের সাথে নিজ থেকে আলোচনা** একদমই করে না এবং ২১.৭% মনে করেন আলোচনা করলেও তা খুবই কম।

৬৭.৮% যুবরা সরকারের বাইরে থাকা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) অথবা নাগরিক সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে বা তাদের মাধ্যমে **উন্নয়ন ও নীতিতে মতামত প্রকাশ** করাকে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা বলে মনে করেন। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করা সমর্থন করেছেন ৫৯.৬%।

## উন্নয়নের সাফল্য, চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রাধিকার

যুবরা সাম্প্রতিক সময়ে **অবকাঠামো, তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার, শিক্ষায় অভিগমন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর** আওতা বৃদ্ধির মত বিষয়ে **সাফল্য** এসেছে বলে মনে করে।

যুব জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৯.৪% দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিকে **উন্নয়নের প্রধান বাধা** হিসেবে দেখে। এছাড়া অন্যান্য বাধাগুলো হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব (৪৬.৫%), প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া (৩২.৬%) এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার/ সমন্বয়ের অভাব (২৮.১%)।

**উন্নয়নের অগ্রাধিকার** হিসেবে ৫৬.২% যুব জরিপ অংশগ্রহণকারী **দুর্নীতিদমন, জবাবদিহিতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে** চিহ্নিত করেছে এবং ৫৫.৪% উল্লেখ করেছে **মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা** বৃদ্ধি। ৪০.২% জরিপ অংশগ্রহণকারী যুবদের জন্য **দেশে ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের** উপর জোর দিয়েছে।

৬০.৪% যুব জরিপ অংশগ্রহণকারী যুব বেকারদের **কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিবন্ধন ব্যবস্থা** চালু করার, ৪৮.৯% **শ্রমিকদের জন্য মৌলিক জীবনযাত্রার খরচ মেটাতে সক্ষম এমন মজুরি** প্রদান করার, ৪৮.১% যুব উদ্যোক্তাদের জন্য **স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা** করার এবং ৪১.৪% ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো **মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিরোধী বিভিন্ন আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল** করার দাবি জানান।

## ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

১৮.৭% যুব জরিপ অংশগ্রহণকারী সুযোগ পেলে স্থায়ীভাবে **বিদেশে চলে যেতে** চান। উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে এধরণের মনোভাব তুলনামূলকভাবে বেশি।। আরও ১৬.৯% অংশগ্রহণকারী অস্থায়ীভাবে চাকুরি বা পড়াশোনা করতে বিদেশে যেতে চান।

৩৫.৪% জরিপ অংশগ্রহণকারী মনে করেন যুবসমাজ **আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব/দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত**। ৪৬% মনে করেন যুবরা প্রস্তুত যদি নীতি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে।

আয়োজনে

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সমর্থনে

PLAN INTERNATIONAL

সহযোগিতায়

actionaid · HEKS EPER · Manusher Jonno Foundation · SOS Children's Villages Bangladesh · Transparency International Bangladesh · WaterAid

জরিপ পরিচালনায়

Bandhu · British Council · Dhrubotara Youth Development Foundation · educo · Kapaeeng Foundation · নারীপক্ষ · The Hunger Project · WDDF · UN Bangladesh · YES Bangladesh · Youth for Change · yef